নেশার টাকা না পেয়ে মিরপুরে ভিক্ষুককে হত্যার অভিযোগ

মাদক কেনার টাকা দিতে অস্বীকার করায় ছাইদা খাতুন (৩৪) নামে এক ভিক্ষুককে পিটিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার আপন ভাইয়ের ছেলের বিরুদ্ধে। এ ঘটনা ঘটে কুষ্টিয়ার মিরপুরে।

মঙ্গলবার দুপুরে মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের লোকজনের নিকট হস্তান্তর করেছে পুলিশ।

নিহত ছাইদা খাতুন মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউপির তেঘরিয়া ক্যানেলপাড়া এলাকার মৃত কিতাদী প্রামানিকের মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্বামী পরিত্যক্ত নারী ছাইদা খাতুন তার বড় ভাই ইউনুস প্রামানিকের বাড়িতেই দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতেন। তিনি গ্রামে, বাজারে ভিক্ষা করেন এবং একাই থাকেন। ভিক্ষার টাকা নিতে প্রায়ই ইউনুসের বড় ছেলে মাদকাসক্ত রনি প্রামানিকের সঙ্গে তার বিবাদ হত।

সোমবার সকালে ভিক্ষুক ছাইদা খাতুনের কাছে থাকা এক হাজার টাকা নিতে যান রনি প্রামানিক। এ সময় ছাইদা খাতুন টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাকে বেদম মারধর করেন। এক পর্যায়ে ছাইদা খাতুনের গলার উপরে পা দিয়ে শ্বাসরোধ করেন।

পরে প্রতিবেশীরা ছাইদা খাতুনের কোন সাড়া না পেয়ে ঘরে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় দেখে। পুলিশে খবর দিলে সোমবার বিকালে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এ ঘটনার পর থেকে রনি প্রামানিক (৩০) পলাতক রয়েছে।

মিরপুর থানার এসআই আতিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে, রিপোর্ট আসলে মৃত্যুর ঠিক কারণ জানা যাবে।

কুষ্টিয়ায় অন্যের জমি রেজিস্ট্রেশনের ঘটনায় আরও এক প্রতারক আটক

কুষ্টিয়ায় জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি করে অন্যের জমি রেজিস্ট্রেশনের ঘটনায় আরও এক প্রতারককে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃত ব্যক্তির নাম মহিবুল ইসলাম। মহিবুল মিরপুরের কাটদহ চর গ্রামের মৃত সাহাজদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।

গত রাতে অভিযান চালিয়ে তার নিজ বাড়ি থেকে আটক করে পুলিশ। এর আগে গতকাল এঘটনার সাথে জড়িত প্রতারক চক্রের ৪ জনকে আটক করে পুলিশ।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কুষ্টিয়া শহরের একটি প্রতারক চক্র ভুয়া এনআইডি কার্ড তৈরি করে মজমপুর মৌজার ২৫৭৫, ২৫৭৬, ২৫৮০, ২৫৮১ দাগের মধ্যে ০.২২ একর জমি বিক্রয় করে। এই.২২ শতক জমি ক্রয় করে মহিবুল ইসলাম।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত জানান, শুক্রবার যমুনা টিভির ইনভেস্টিগেশন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রীতে এ সংক্রান্ত একটি অনুসন্ধানি প্রতিবেদন প্রচার হলে ভুক্তভোগীকে অভিযোগপত্র প্রদানের পরামর্শ দেয়া হয়। তারই ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত প্রতারক চক্রের ৫ সদস্যকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশ বলছে এই প্রতারণার সাথে জড়িত অন্যদেরও গ্রেফতার করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, ভুক্তভোগী ব্যক্তির প্রায় ১০০ কোটি মূল্যের সম্পত্তি জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি করে বিক্রির চেষ্টা করে এই প্রতারক চক্র।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বজ্রপাতে

৪ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পৃথক পৃথক স্থানে বজ্রপাতে ৪ জন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন এক গৃহবধূ।

সোমবার বিকালে উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের নাটনাপাড়া মাঠে বজ্রপাত ঘটে কামাল (২৫) ও মহিবুল (২৭) নামে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়।

এরা নাটপাড়া গ্রামের আবুজেল ও নুরুর ছেলে। মাঠে কাজ করা অবস্থায় বৃষ্টিপাতের সাথে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত ঘটলে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যান। পরে তাদের মৃতদেহ মাঠের লোকজন উদ্ধার করে নিজ নিজ বাড়িতে নেয়।

অপরদিকে দুপুর আড়াইটার সময় চকদৌলতপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে বজ্রপাতে নাহারুল ইসলাম (৫০) নামে এক নৈশ প্রহরীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি দৌলতপুর থানা বাজারের নৈশ প্রহরী ছিলেন। এ সময় আহত হয়েছেন তার স্ত্রী কমেলা খাতুন (৪৫)।

স্থানীয়রা জানায়, নাহারুল ইসলাম ও তার স্ত্রী কমেলা খাতুন নিজ বাড়িতে টিনের ঘরে কাজ করা অবস্থায় বৃষ্টির সাথে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই নাহারুল ইসলামের মৃত্যু হয়। এ সময় তার স্ত্রী কমেলা খাতুন গুরুতর আহত হলে তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

বজ্রপাতে নিহত অপর একজন হলেন কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার সেনপাড়া গ্রামের ইরাজুল হোসেন।

দৌলতপুর থানার ওসি নিশিকান্ত সরকার বজ্রপাতে চারজন নিহতের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভেড়ামারায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার দুপুর ১টার দিকে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে এলাকাবাসী। উপজেলার মোকারিমপুর ইউনিয়নের ক্ষেমিরদিয়াড় বিলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয়রা জানায়, ক্ষেমিরদিয়াড় বিলপাড়া এলাকায় জিল্লুর রহমানের ছেলে মুরসালিন (৭) ও সুজন ইসলামের ছেলে আবরার আরাফাত (৫) খেলতে গিয়ে বাড়ির পার্শ্ববর্তী খালের পানিতে ডুবে যায়।

পরে তাদের ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী উদ্ধার করে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। মৃত শিশুরা সম্পর্কে চাচাত ভাই। দুই শিশুর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কুষ্টিয়ায় ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ট্রাক চাপায় রাসেল (২৪) নামে মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে তার সাথে থাকা মোটরসাইকেল আরোহী রুবেল (২২)।

আজ সোমবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার হোসেনাবাদ মাঠের মধ্যে ব্রীজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাসেল উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের মুসলিমনগর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। আহত রুবেল একই গ্রামের মুসা কলিমের ছেলে। তাকে দৌলতপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দৌলতপুর থানার ওসি নিশিকান্ত সরকার জানান, রাসেল ও তার বন্ধু

রুবেল মোটরসাইকেল যোগে মথুরাপুর থেকে হোসেনাবাদ যাওয়ার পথে কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের হোসেনাবাদ মাঠের মধ্যে ব্রীজের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয়।

এতে মোটরসাইকেল চালক রাসেল ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং রুবেল রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর হাসপাতালে ভতি করা হয়েছে। নিহত রাসেলের মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় দেবর-ভাবী’র যাবজ্জীবন এবং কিশোরের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার প্রবাসীর স্ত্রী’র সাথে অনৈতিক সম্পর্ক ও ব্লাক মেইলের জেরে রনি (৩০) নামের যুবক হত্যা মামলায় দেবর সজিব হোসেন(৩২) ও ভাবী সীমা খাতুন(২৫) এর যাবজ্জীবন এবং কুষ্টিয়া মডেল থানার ঢ়অ ছাত্র আসলান জেলিন হত্যাদায়ে ঢ়একটি বাড়ি আহম্মেদ ওরফে কানা তুষার (১৬)কে ১০বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক অরূপ কুমার গোস্বামী এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের বিচারক মুন্সী মো: মশিয়ার রহমান জনাকীর্ণ আদালতে আসামীদ্বয়ের উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষনা করেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৪ জানুয়ারী সন্ধা ৭টায় দৌলতপুর উপজেলার হায়দারের চর গ্রামের নাহারুল ইসলামের ছেলে রনি
(৩০) নিজ বাড়ি থেকে পাশ্ববর্তী সোনাইকুন্ডি বাজারে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ হয়। নিখোঁজের এক সপ্তাহ পর ০১ ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে ৩টায় উপজেলার ৬নং চিলমারি ইউনিয়নের উদয়নগরস্থ পদ্মা নদীর চর থেকে নিহত যুবক রনির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এই এঘটনায় নিহতের পিতা নাহারুল ইসলাম বাদি হয়ে দৌলতপুর থানায় অজ্ঞাত আসামীদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন পুলিশ। সেখানে তদন্ত প্রতিবেদনে হত্যার রহস্য উদঘাটনে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রবাসী আফাজ উদ্দিনের স্ত্রী সীমা খাতুনের সাথে যুবক রনি সম্পর্ক তৈরী হয় যা দৈহিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায়। রনি তাদের দুজনের মধ্যে গড়ে উঠা সম্পর্কের বিষয়গুলি মোবাইলে ধারণ করে গৃহবধু সীমা খাতুনকে ব্লাক মেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিতে থাকে। এক পর্যায়ে রনির ডিমান্ড বাড়তে থাকে, এতে ক্ষুব্ধ সীমা খাতুন বিষয়টি তার দেবর সজিব হোসেনকে খুলে বলেন এবং সাহায্য চায়। পরে ভাবী-দেবরের যোগসাজসে পরিকল্পিত ভাবে যুবক রনিকে হত্যা করে।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের কৌশুলী (পিপি) এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দৌলতপুর থানার প্রতিবেশী যুবক রনি হত্যা মামলার আসামী সজিব হোসেন ও সীমা খাতুনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে চার্জ গঠন পূর্বক দীর্ঘ স্বাক্ষ্য শুনানী শেষে অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমানিত হওয়ায় পেনাল কোড দ:বি ৩০২/১০৯ ধারায় দোষী প্রমানিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত আসমীদেরকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২০হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ১বছর সাজার আদেশ দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করেন।

কুষ্টিয়ায় জমি জালিয়াতি প্রতারক চক্রের ৪ সদস্য আটক

কুষ্টিয়ায় এনআইডি জালিয়াতি করে অন্যের জমি বিক্রির অভিযোগে প্রতারক চক্রের ৪ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে এক ভুক্তভোগীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তাদের আটক করে।

এ ঘটনায় জড়িত অন্য সদস্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত জানান কুষ্টিয়া শহরের

এম এম ওয়াদুদের পৈত্রিক সম্পত্তি কুষ্টিয়া শহরের একটি জালিয়াতি চক্র তাদের নামে জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া এনআইডি কার্ড তৈরি করে মজমপুর মৌজার ২৫৭৫, ২৫৭৬, ২৫৮০, ২৫৮১ দাগের মধ্যে ০.২২ একর জমি বিক্রয় করে এবং কুষ্টিয়া মডেল থানাধীন মজমপুর, চৌড়হাস, বাহাদুরখালী মৌজার জমি জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া দলিল তৈরি করে আত্মসাতের চেষ্টা করে। এই জমি মিরপুর উপজেলার কাঠদাহ গ্রামের মহিবুল ইসলামের কাছে ৭৭ লাখ টাকায় বিক্রি করে প্রতারক চক্র।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে গত রাতে পুলিশ ব্যাপক অভিযান চালিয়ে প্রতারক চক্রের ৪ সদস্যকে আটক করে। এর প্রতারণার সাথে জড়িত অন্যদেরও গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

জালিয়াতি চক্রের সাথে জড়িতরা হলেন মো. ওয়াদুল মিন্টু খন্দকার (৬০), মো. মিলন হোসেন (৩৮), ছানোয়ারা খাতুন (৫০), জাহানারা খাতুন (৪৫)।

কুষ্টিয়ায় র্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ায় র্যাবের অভিযানে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ মোঃ খোয়াজ ইসলাম
(৩০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

রবিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি চৌকষ আভিযানিক দল কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানাধীন কল্যাণপুর বেলতলা এলাকার রাস্তার উপর’ একটি মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছে থাকা ৪৭৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী খোয়াজ ইসলাম দৌলতপুর উপজেলার কল্যাণপুর বটতলা এলাকার মোঃ খায়রুল মন্ডলের ছেলে।

র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার (সহকারী পুলিশ সুপার) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জানান,

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী খোয়াজ ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মাদক কেনাবেচার সাথে জড়িত। বিকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে ইয়াবাসহ আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি।

রবিবার বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মো: মাইনুল হোসেন নিখিলের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল সংগঠন।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশের নির্দেশে সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কারণে কুষ্টিয়ার শহর শাখার যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো।

উল্লেখ্য, গত ১৫ মে, ২০১৭ইং তারিখে কুষ্টিয়া শহর যুবলীগে আশরাফুজ্জামান সুজনকে আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগের তৎকালীন চেয়ারম্যান মো: ওমর ফারুক চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ।

কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদের পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ

কঠোর নিরাপত্তা আর ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন ২০২০-২০২৪ সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল (৫ সেপ্টেম্বর) ৪ বছর মেয়াদী এ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সকাল ৮ টা হতে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত বিরতী হীন ভাবে কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্যাভিলিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৭০ জন ভোটারের মধ্যে ৬৬জন ভোটার সরাসরি ব্যালটের মাধ্যমে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এ নির্বাচনে আলোচিত ভোটার ছিলেন বাংলাদেশ ক্রীকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন।

কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের পদ রয়েছে ৩১ টি। তারমধ্যে বিধান অনুযায়ী পদাধিকার বলে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক সভাপতি, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার ও কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সহ-সভাপতি এবং কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া অফিসার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ কারণে ২৭টি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ২৭টি পদের বিপরীতে দু’টি প্যানেলে বিভক্ত হয়ে ৩৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদ নামে এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দীর নেতৃত্বাধীন প্যানেল ২৭টি পদেই প্রার্থী দিয়েছিল।

অপর দিকে মোঃ আমজাদ আলী খাঁনের নেতৃত্বাধীন প্যানেল মাত্র ৯টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দীর নেতৃত্বাধীন প্যানেলের সহ-সভাপতি প্রার্থী জহুরুল হক চৌধুরী রনজু, আলী হাসান মন্টা, মোঃ মকবুল হোসেন লাবলু ও সেখ সুলতান আহমেদ, যুগ্ম-সম্পাদক প্রার্থী মোঃ পারভেজ আনোয়ার তনু ও খন্দঃ সাদাত-উল আনাম পলাশ এবং কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী মোঃ লিয়াকত আলী খান বিনা- প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

গতকাল সরাসরি ভোটের ফলাফলে কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদ নামে এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দীর নেতৃত্বাধীন প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী ৫১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। পরাজিত প্রার্থী মোঃ আমজাদ আলী খাঁন পেয়েছেন ১৫ ভোট।

অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক পদে এ্যাড. মোসাদ্দেক আলী মনি ৩৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। পরাজিত প্রার্থী খন্দকার ইকবাল মাহমুদ পেয়েছেন ২৫ ভোট।

নির্বাহী সদস্য পদে যথাক্রমেÑমোঃ রাশিদুজ্জামান খান (টুটুল) পেয়েছেন ৫৪ ভোট, আলমগীর কবির হেলাল পেয়েছেন ৫৩ ভোট, কাজী এমদাদুল বাশার রিপন পেয়েছেন ৫৩ ভোট, মোঃ আতাউর রহমান (মিঠু) পেয়েছেন ৫৩ ভোট, খোকন সিরাজুল ইসলাম পেয়েছেন ৫২ ভোট, স্বপন কুমার সাহা শংকর পেয়েছেন ৫২ ভোট, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পেয়েছেন ৫২ ভোট, মোঃ আনিসুর রহমান আনিস পেয়েছেন ৫১ ভোট, কাইয়ুম নাজার পেয়েছেন ৫০ ভোট, সাব্বির মোঃ কাদেরী সবু পেয়েছেন ৫০ ভোট, শেখ কৌশিক আহমেদ পেয়েছেন ৪৯ ভোট, মীর আয়ুব হোসেন পেয়েছেন ৪৭ ভোট, মোঃ সামসুদ্দিন বিশ্বাস সামু পেয়েছেন ৪৫ ভোট এবং মোঃ হাবিবুর রহমান বাপ্পি পেয়েছেন ৪৩ ভোট। সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে আফরোজা আক্তার ডিউ পেয়েছেন ৫১ ভোট এবং আল হামরা বেগম পেয়েছেন ৩৫ ভোট।

সংরক্ষিত উপজেলা সদস্য পদে আলহাজ্ব মোঃ শামীমুল ইসলাম ছানা পেয়েছেন ৪৫ ভোট এবং মোহাম্মদ আলী নিশান পেয়েছেন ৪৩ ভোট। অপর দিকে পরাজিত মোঃ আমজাদ আলী খাঁনের নেতৃত্বাধীন প্যানেলের নির্বাহী সদস্য পদে যথাক্রমে মীর সাইফুল ইসলাম পেয়েছেন ৩৪ ভোট, কাজী মিজানুর রহমান লিটন পেয়েছেন ২৬ ভোট, কাজী সাইদুর রহমান নিশা পেয়েছেন ২৩ ভোট, মোঃ সাইফুল ইসলাম পান্না পেয়েছেন ২১ ভোট এবং মোঃ হাসেম আলী পেয়েছেন ২১ ভোট। সংরক্ষিত উপজেলা সদস্য পদে মোঃ রেজাউর রহমান পেয়েছেন ২৮ ভোট। সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে মোছাঃ মেহেরুন নেছা বিউটি ৩১ ভোট। এ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ৫৪ ভোট পেয়েছেন মোঃ রাশিদুজ্জামান খান (টুটুল)।

সন্ধ্যা ৬টায় দিকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি মোঃ আসলাম হোসেনের উপস্থিতিতে ফলাফল ঘোষণা করেন রিটানিং অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট কানিজ ফাতেমা। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ সিরাজুল ইসলাম নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।